ভোরের কাগজ

JUN. 19 2002

বানারীপাড়ায় ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে মরিয়া বিএনপি নেতৃত্ব ও প্রশাসন

বরিশাল প্রতিনিধি : ঐতিহ্যবাহী সরকারি ফজলুল হক কলেজে ছাত্রী ধর্ষণের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশের পর বানারীপাড়ায় এখন তোলপাড়। পুলিশ, প্রশাসন ও বিএনপি নেতারা ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে মাঠে নেমেছে। তারা ধর্ষকদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার তৎপরতা চালিয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন ও বিএনপি নেতাদের ত্রিপক্ষীয় জোট তাদের পছন্দের শিক্ষকদের তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এ তথ্য বানারীপাড়ার একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানিয়েছে, গত শুক্রবার ঐ কলেজে বিএনপি ক্যাডার হান্নান শিকদার, স্বপন শিকদার ও মতি রাজশাহী থেকে বানারীপাড়ার এক আত্মীয় বাড়িতে

● শেষের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বানারীপাড়ায় ছাত্রী

● শেষের পাতার পর

বেড়াতে আসা এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। মঙ্গলবার এ সংবাদ ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হলে বানারীপাড়ায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এখানকার বিএনপি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসন ও পুলিশ মাঠে নেমে পড়ে ঘটনা মিথ্যা প্রমাণে। ইউএনও বাসুদেব গাঙ্গুলি, ওসির দায়িত্বে থাকা এসআই মজিদ, বিএনপির সম্পাদক মীর সহিদুল ইসলাম ওরফে সাইনবোর্ড শহীদ ও মোফাখখের হোসেনকে নিয়ে একই গাড়িতে চাখার যায়। সেখানে যুবদল সভাপতি ও চাখার ইউপি চেয়ারম্যান মজিবর রহমান তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সরকারি ফজলুল হক কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রশাসন, পুলিশ ও বিএনপি নেতারা ধর্ষণের ঘটনা কলেজ কর্মীরা প্রকাশ করায় তাদের ওপরও উষ্মা প্রকাশ করে। মীর সহিদুল ইসলাম ওরফে সাইনবোর্ড শহীদ এ ধরনের কথা আর না বলার জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র জানিয়েছে এ সময় কক্ষের বাইরে ধর্ষকরা উপস্থিত ছিল। ঐ বৈঠকে মূল ঘটনা আড়াল করার জন্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের পরিবর্তে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন—সহযোগী অধ্যাপক আঃ মালেক, প্রভাষক মাজহারুল হক ও মিজানুর রহমান। এই কমিটি আগামী তিনদিনের মধ্যে এ ঘটনার তদন্ত শেষে রিপোর্ট প্রদান করবে।

নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছেন, কমিটি এমনভাবেই করা হয়েছে যারা রিপোর্টে বলবে এখানে তেমন কিছুই ঘটেনি। অথবা দাবি করা হবে শ্লীলতাহানীর চেষ্টার। এর পর তারা দড়িকর গ্রামে লাঞ্ছিত তরুণীর দাদার বাড়িতে যায়। এ সময়ও তাদের সঙ্গে অভিযুক্তরা ছিল। তারাও ঐ বাড়িতে ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। স্থানীয় সংবাদকর্মী মাইনুল ইসলাম ঘটনা জানার জন্য দুপুর পৌনে একটায় চাখার ফজলুল হক কলেজে ফোন করলে বিএনপি সম্পাদক মীর সহিদুল আলম ওরফে সাইনবোর্ড শহীদ ফোন রিসিভ করে সাংবাদিকদের সম্পর্কে নানা কটূক্তি করে ফোন রেখে দেন। উল্লেখ্য, এই মীর সহিদুল আলম ওরফে সাইনবোর্ড শহীদের বিরুদ্ধের নানা অভিযোগ রয়েছে। পুরো ঘটনা নিয়ে এখন বিএনপি নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন ও পুলিশ একই আচরণ করছে। সবাই আশঙ্কা করছে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন হবে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর।